TOPIC : PRELUDE TO INDUSTRIAL REVOLUTION

PROCESS OF CAPITAL ACCUMULATION

1. Father of Capitalism - ADAM SMITH.

2. Capitalism - i) free market-, free enterprise economy.

(ii) Production is privately owned

(iii) Production is guided

(iv) income distributed largely through operation of markets.

3. ~~The~~ feudal economy (12 - 15th Centuries) —

a) regionally based, self-supporting, composed of towns surrounded by agricultural districts Towns had industries, organized into powerful guilds.

b) By early 16th Century, feudal way of life was fading away. Increasing trade gave rise to a class of merchant Capitalists. They amassed great fortunes by purchasing foreign goods cheaply and selling them at huge profit to European aristocracy. Colonial empires were set up.

Scanned with CamScanner

c) Having defeated the Spaniards in 16th century, Dutch in the 17th and finally French in the late 18th and early 19th century, England emerged as the worlds mightiest seafaring and Colonial power.

d) Capitalism quickly penetrated English agriculture (with enclosure movement), there was rise of gentry, — this land-owning class emerged as the new capitalist farmer. Textile and wool industry flourished (more and more land was enclosed to raise sheep). Guild system also suffered due to increased trade. New merchant capitalist brought goods for export. Henceforth goods were not produced to sale locally, but for export, by the merchants. The latter became a link between producer and consumer.

e) Emergence of factory system and wage workers, signalled the transition from merchant (making money from

trade to capitalist (deriving wealth from ownership and control of the means of production).

f) Early capitalism saw rise of "cottage industry" (eg, ~~cotton~~ woollen textile industry). Homes became mini-factories with production directed by capitalists. The cottage industry model was a method of mass production (Wool trade was most important industry of Britain by end of 17th century)

g) Increasing alliance between capitalism and centralized state — During 18th century, a new type of manufacturing evolved that differed from cottage production — in factory based production (with less machines but more human physical power). This is a transition from cottage based domestic production to mechanized factory system.

Scanned with CamScanner

(h). Factory production means more goods at a cheaper rate. This called for international free trade and end of protectionism. This 'laisser faire' free market idea gave momentum to British capitalism and paved the way for Industrial Revolution.

(i) Early 1770's - Several new inventions ⟶ Primitive factory system transformed to machine power drove productivity to unprecedented level.

Examples of New inventions:

(1). Ripon loom
(2) water wheel
(3) blast furnace
(4) pumping machines for mines
(5) cog-wheels and fly-wheels

However with the invention of steam engine only, industrial revolution truly took off. Human labour was replaced.

Scanned with CamScanner

a sufficient one."[৪] PROCESS OF CAPITAL ACCUMULATION

৩.ঘ. পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ—কৃষি ও বাণিজ্য

পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্র কথাটির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। আধুনিকতা ও পুঁজিবাদ যেন একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ, যদিও প্রাচীন গ্রিস ও রোমে পুঁজিবাদ পুরোপুরি অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর মধ্যযুগে পুঁজিবাদ অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। মধ্যযুগের সমাজ ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর। উৎপাদন ছিল পরিমিত ও সীমিত। ভোগ ছিল উৎপাদনের প্রধান উদ্দেশ্য। জনিয়ে রাখা বা তা বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করার কথা চিন্তা করা হত না। ম্যানরপ্রথার মাধ্যমে শস্য উৎপাদন করা হত। শিল্প ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত গিল্ড। প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতা ছিল উৎপাদনের ভিত্তি। মুদ্রা ব্যবস্থা ছিল অপরিণত। পরবর্তী মধ্যযুগে অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার, নগরের উত্থান, ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড ইত্যাদি একটা পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে আনে। সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি ক্রমশ দুর্বল হচ্ছিল এবং ম্যানরপ্রথা ও গিল্ডগুলির অবসান ঘনিয়ে আসছিল। ষোড়শ শতকে সামন্ততন্ত্রের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছিল নবজাগ্রত পুঁজিবাদ। অবশ্য আমরা আজকে পুঁজিবাদের যে চেহারা দেখি, তার সঙ্গে ষোড়শ শতকের পুঁজিবাদের অনেক অমিল ছিল। কিন্তু আধুনিক পুঁজিবাদের সূতিকাগৃহ ছিল ষোড়শ শতক।

পুঁজিবাদ বলতে কী বোঝায়? কথাটিকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হবসন পুঁজিবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন—"as the organisation of business upon a large scale by an employer or company of employers possessing an accumulated stock of wealth wherewith to acquire raw materials and tools, and hire labour, so as to produce an increased quantity of wealth which shall constitute profit."[৫] তাঁর মতে পুঁজিবাদ হচ্ছে একটি বৃহৎ ব্যবসায়িক সংগঠন, যেখানে একজন মালিক বা মালিকগোষ্ঠী পুঁজি বিনিয়োগ করে এবং কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও শ্রম সরবরাহ করে বিপুল পরিমাণ সম্পদ সঞ্চয় করে এবং তা থেকে অর্জন করে মোটা অঙ্কের মুনাফা। এই ধরনের সংজ্ঞার মধ্যে অবশ্য পুঁজিবাদের ব্যাপ্তি ও তাৎপর্য উন্মোচিত হয়নি। তবে সাধারণভাবে পুঁজিবাদ সম্পর্কে আমাদের একটি ধারণা তৈরি হয়। পুঁজিবাদের লক্ষ্য মুনাফা অর্জন। অবশ্য যে-কোনো উৎপাদনব্যবস্থার মধ্যেই মুনাফার প্রলোভন থাকতে পারে। তবে পুঁজিবাদের ক্ষেত্রে মুনাফা শুধু প্রধান নয়, তা একমাত্র লক্ষ্য বলা যেতে পারে। পুঁজিপতি বাজারের দিকে তাকিয়েই উৎপাদন করে এবং মুনাফার অঙ্ক যাতে স্ফীত হয়, সেদিকেই থাকে তার নজর। উৎপাদনপ্রক্রিয়া ও উৎপাদনের উপর তার থাকে নিরঙ্কুশ অধিকার ও মালিকানা। অর্থাৎ যে শ্রমিক গায়ের রক্ত জল করে ও হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে উৎপাদন করে, উৎপন্ন দ্রব্যের উপর তার কোনো অধিকারই থাকে না এবং এর বিনিময়ে কেবলমাত্র মজুরিটুকুই তার প্রাপ্য। অর্থাৎ সে শ্রম বিক্রয় করে এবং মালিক তাকে শোষণ করে মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলে।

ষোড়শ শতকে অর্থনীতির প্রতিটি স্তরে পুঁজিবাদের বিকাশ ও প্রসার লক্ষ করা যায়। কৃষিক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ করেছি কীভাবে সামন্ততন্ত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সামন্তপ্রভুরা ব্যক্তিগত পরিষেবা ও

Scanned with CamScanner

শস্যের মাধ্যমে কর প্রদানের বিনিময়ে তা নগদে আদায় করার দিকে জোর দেয়। কৃষিতে পুঁজির অনুপ্রবেশের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের জন্য ইংল্যান্ডে কৃষিভূমিকে চারণভূমিতে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা। অনেক ভূস্বামী গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে বসবাস করতে শুরু করে এবং ব্যবসার দিকে মন দেয়। এই কারণেই তাদের কাঁচা ও নগদ টাকার প্রয়োজন হয়। অবশ্য এসবের জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছিল দরিদ্র কৃষককে।

গ্রামীণ অর্থনীতির চেয়েও শহরের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের প্রভাব বেশি করে আমাদের চোখে পড়ে। শহরেই বাস করত বণিক ও শিল্পপতিরা। প্রথমে আসা যাক ব্যবসাবাণিজ্যের আলোচনায়। এখানে বণিকদের প্রতিষ্ঠান বা গিল্ডগুলির চরিত্র ও প্রকৃতি বদলে যাচ্ছিল। গিল্ডের কোনো কোনো সদস্য ব্যক্তিগতভাবে বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়েছিল। অন্যদিকে প্রথম থেকে যেসব ভূস্বামী শহরে এসে বসবাস করছিল এবং যাদের সঙ্গে গিল্ডের কোনো সম্পর্ক ছিল না, তারা নানাভাবে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়। তা ছাড়া বিভিন্ন সরকারি ও চার্চের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, যেমন চ্যান্সেলর, মার্শাল, কর আদায়কারী ইত্যাদি, তাদের সঞ্চিত অর্থ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতে থাকে। এইভাবে বণিক শ্রেণির শ্রীবৃদ্ধি হয়। ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেডের সময় থেকেই ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের ফলে ইটালির শহরগুলি উপকৃত হয় এবং এখানেই প্রথম ব্যাংক ব্যবস্থার প্রসার ঘটেছিল। এই বিষয়ে অগ্রণী ছিল ফ্লোরেন্স। ফ্লোরেন্সে যেসব পরিবার ব্যাংক ব্যবস্থায় খ্যাতি অর্জন করেছিল, তাদের মধ্যে সবার চেয়ে এগিয়ে ছিল মেদিচি পরিবার। ১৫০০ সালে এই পরিবার ছিল পুঁজিপতি শ্রেণির প্রতীক। এই পরিবার টাকাকে পশম বা মদের মতো পণ্য হিসাবে ব্যবহার করত এবং টাকা লেনদেনের ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিল। এ ছাড়া ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি অন্য শহরেও ব্যাংক ব্যবসার প্রসার ঘটেছিল। ষোড়শ শতকে ব্যাংক ব্যবসায়ে ইটালির একচেটিয়া আধিপত্যে ভাগ বসায় ইংরেজ, ফরাসি ও জার্মান ব্যাংক মালিকরা। পোর্তুগাল ও কাস্তিল বা কাস্টাইলও এই বিষয়ে পিছিয়ে ছিল না। ষোড়শ শতক যতই এগিয়েছে, ততই দেখা গিয়েছিল ব্যাংক ব্যবসায়ে ইটালিকে সরিয়ে দিয়ে জার্মানি ও নেদারল্যান্ডস তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এই দুটি দেশের ব্যাংক মালিকরাই ব্যবসায়ীদের পুঁজির জোগান দিয়েছে। ১৫৪৫ সালের মধ্যে অগসবার্গের (Augsburg) ফুগার (Fugger) কোম্পানি সবচেয়ে বড়ো ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। তারা টাইরলের (Tyrol) ও সাইলেশিয়ার (Silesia) সোনার খনির মালিক ছিল। তা ছাড়া হাংগেরির তামা উৎপাদনেরও একটা বড়ো অংশ তারা নিয়ন্ত্রণ করত। ১৫১৯ সালে পবিত্র রোমান সম্রাট পদের নির্বাচনের সময় জেকব ফুগার হ্যাপসবার্গ প্রার্থী চার্লসকে প্রচুর টাকা ধার দিয়েছিলেন। এই টাকা সুদসহ তিনি ফেরত পেয়েছিলেন। এইভাবে পোপকেও ঋণ দেওয়া হয়েছিল। স্পেনের অভিযাত্রীদেরও অর্থ প্রদান করা হয়েছিল। এই ব্যাংকের ২৫টি শাখা ছিল। ১৫২৭ সালে এই ব্যাংকের মূলধনের পরিমাণ ছিল দুই মিলিয়ন গুলডেন (Gulden)। ১৫৪৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় চার মিলিয়ন গুলডেন। মূলধনি ব্যবসায়ে নেদারল্যান্ডসের অ্যান্টওয়ার্প (Antwerp) শহরও যথেষ্ট অগ্রণী ছিল। এখানে ফুগারদের একটি শাখা কার্যালয় ছিল। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে এই শহরে এক হাজারেরও বেশি বিদেশি বণিক বসবাস করত। বিদেশি ব্যবসাদারদের মধ্যে ছিল ইংরেজ, জার্মান, স্পেনীয় পোর্তুগিজ, দিনেমার ও ইটালিয়ান। এই শহরেই ১৫৩১ সালে প্রথম স্থাপিত হয়েছিল "স্টক এক্সচেঞ্জ"। মূলধন ও বিভিন্ন পণ্যের ফলাও ব্যবসা চলত। লটারি ও জীবনবিমারও প্রচলন ছিল। তা ছাড়া জাহাজ ও পণ্যের জন্যও বিমা ব্যবস্থা ছিল।

Scanned with CamScanner

ষোড়শ শতকে ব্যবসাবাণিজ্যের জগতে সবচেয়ে যুগান্তকারী ঘটনা হল ইউরোপীয় বাণিজ্যের আন্তর্জাতিক চরিত্র অর্জন। এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা মহাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় পুঁজিবাদ আরও বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। এর ফলে এশিয়া ও আমেরিকা মহাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ মূল্যবান সম্পদ ও পণ্য ইউরোপে আসতে থাকে। এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা ছিল স্পেন ও পোর্তুগালের। এই দুটি দেশ নানাভাবে কখনও বলপ্রয়োগ করে, কখনও ছলে বলে কৌশলে—এক কথায় বৈধ-অবৈধ, নানা পথ ধরে বহির্বিশ্বের বাজারে জাঁকিয়ে বসতে থাকে। ক্রমশ তারা এইসব অঞ্চলে, বিশেষত আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে। এরপর তারা সেখানকার ভূমিপুত্র কালো চামড়ার মানুষকে শ্রম হিসাবে ব্যবহার করে কৃষি ও খনিজ সম্পদ ভোগ করতে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের অত্যাচার ও শোষণে স্থানীয় মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এইভাবে দেখা গেল ষোড়শ শতকের বাণিজ্যে ইটালির শহর ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল তাদের গুরুত্ব হারাতে থাকে এবং পোর্তুগাল ও স্পেন এবং আটলান্টিক মহাসাগর সেই স্থান দখল করে। প্রশান্ত মহাসাগরেও পোর্তুগিজ ও স্পেনীয় বণিকদের কর্মতৎপরতা শুরু হয়। প্রাচ্য থেকে আসতে থাকে মশলা, সুতিবস্ত্র, রেশমবস্ত্র, হাতির দাঁত, নীল, চিনি, মূল্যবান পাথর, চন্দন কাঠ, আবলুস কাঠ, চা ইত্যাদি দ্রব্যসামগ্রী। আমেরিকা মহাদেশ থেকে আমদানি করা হয় সোনা, রুপো, তামাক, কোকো, কুইনিন, বজরা, আলু, মেহগনি ইত্যাদি দ্রব্য।

ষোড়শ শতকে ইউরোপের বহির্বাণিজ্যে যেসব বৈপ্লবিক ও যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছিল, তার পাশে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অনেকটা ম্লান বলে মনে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন

Scanned with CamScanner

ঘটেছিল। ১৫০০ সালে ইউরোপের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রকৃতি বিগত দুই বা তিন শতক থেকে খুব একটা আলাদা ছিল না। উত্তর ইটালি ও ফ্ল্যান্ডার্স ছিল ইউরোপে শিল্পে সবচেয়ে অগ্রণী অঞ্চল। এই দুই অঞ্চলের শহরগুলি ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। দুটি অঞ্চলই ছিল উন্নত মানের পশম শিল্পের কেন্দ্র। ইটালি রেশম ও অন্যান্য মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য বিখ্যাত ছিল। দুটি অঞ্চলই জাহাজ শিল্পে অগ্রসর ছিল। জলপথ ও স্থলপথ উভয় দিক থেকেই এই দুটি অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। ইউরোপের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের পশমের খুব খ্যাতি ও চাহিদা ছিল। উত্তর ইউরোপে ইংল্যান্ড পাঠাত পশম। পোর্তুগাল থেকে ইংল্যান্ডে আসত মদ। স্পেনের পশম কিনত নেদারল্যান্ডস ও ইটালি। জার্মানি ও ফ্রান্স হাংগেরি থেকে আনত তামা। ফ্রান্স ও পোর্তুগাল লবণ, মদ, মাছ, পনির, মাখন, ধাতুদ্রব্য ইত্যাদির বিনিময়ে নরওয়ে বা বাল্টিক অঞ্চল থেকে আমদানি করত কাঠ, শস্য ও পশম।

ষোড়শ শতকের সম্প্রসারণশীল অর্থনীতির কেন্দ্রে ছিল বণিক সম্প্রদায়। সমাজে তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। ভেনিসে মোট জনসংখ্যা ছিল ১,০০,০০০; যার মধ্যে বণিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫০০। ফ্লোরেন্সেও মোট জনসংখ্যার সম্ভবত শতকরা দু-জন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। লিও, অগসবার্গ, জেনোয়া, সেভিল, লন্ডন, অ্যান্টওয়ার্প প্রভৃতি শহরেও বণিকের সংখ্যা ছিল কম। কিন্তু সংখ্যায় অল্প হলেও তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কম ছিল না। পঞ্চদশ শতকে বণিকদের যে অবস্থা ছিল, ষোড়শ শতকে তার অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। যানবাহনের অনেক উন্নতি হয়েছিল। জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা অনেক সুনিশ্চিত হয়েছিল। বিমা ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছিল। আগে মেলায় জিনিসপত্রের আদান প্রদান হত। এখন বড়ো বড়ো শহরে লেনদেনের কাজ শুরু হয়। বাণিজ্যিক সংগঠন অনেক পরিণত ও উন্নত হয়েছিল, ব্যাংক থেকে ঋণের সুযোগ বেড়েছিল। আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই সময় বণিকরা ব্যবসার পাশাপাশি নানারকম অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকত। তারা একসঙ্গে বিভিন্ন দ্রব্যের কেনাবেচা করত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্যবসাবাণিজ্য বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি কেনাবেচার কাজ। ষোড়শ শতকে শুধু এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল, এমন বণিকের সংখ্যা বেশি ছিল না। কাজেই সমাজে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল না।

৩.৬. শিল্পে পুঁজির বিকাশ

কৃষি ও বাণিজ্যে পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বিকাশ হলেও পুঁজিবাদ কথাটি আমরা মূলত শিল্পের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করি। পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা বলতে আমরা সাধারণত শিল্প উৎপাদনের কথাই ভাবি। কোনো সমাজে কিছু মানুষ ব্যবসাবাণিজ্যের কাজে যুক্ত থাকলেও, আমরা সেই সমাজকে পুরোপুরি ধনতান্ত্রিক সমাজ বলে মানতে চাই না। ষোড়শ শতকে ইউরোপে পুঁজির বিকাশ ঘটলেও তা কৃষি ও ব্যবসাবাণিজ্যকে যত না প্রভাবিত করেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি এর প্রভাব পড়েছিল শিল্পের ক্ষেত্রে। হেজ (Hayes) বলেছেন—"Capitalism revolutionised European industry."[৬] অর্থাৎ পুঁজিবাদ ইউরোপীয় শিল্পে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল।

ষোড়শ শতকে ইউরোপের শিল্পজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আগে শিল্পী বা কারিগর নিজে ছিল একাই একশো। অর্থাৎ সে নিজেই কাঁচামাল সংগ্রহ করত, নিজেই নিজের সাধারণ মানের যন্ত্রপাতির সাহায্যে কোনো বিশেষ দ্রব্য তৈরি করত এবং সেগুলি বিক্রয় করার দায়িত্বও ছিল তার

Scanned with CamScanner

হাতে। অর্থনৈতিক দিক থেকে সে ছিল সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। অবশ্য কারিগর ও শিল্পীর মধ্যে যাতে কোনো অস্বাস্থ্যকর বা অশুভ প্রতিযোগিতা না হয় এবং উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর মান যাতে ঠিক থাকে, সেসব দেখভাল করার জন্য তারা একটি নিয়মতান্ত্রিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। একে বলা হত গিল্ড। নিজেদের স্বার্থ ও প্রয়োজনেই এইসব গিল্ড গড়ে তোলা হয়েছিল। মধ্যযুগের শেষ দিকে গিল্ডগুলির পতন সূচিত হয়েছিল। ষোড়শ শতকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের প্রয়োজন কার্যত ফুরিয়ে এসেছিল। উৎপাদনপদ্ধতিতেও দেখা গিয়েছিল পরিবর্তন। এই নতুন পদ্ধতিই হল পুঁজিবাদী পদ্ধতি। এই ব্যবস্থায় উৎপাদকদের মধ্যে দুটি সুস্পষ্ট ভাগ লক্ষ করা যায়। উৎপাদনের কেন্দ্রে থাকত একজন পুঁজিপতি। রসদ বা কাঁচামাল জোগানের দায়িত্ব ছিল তার। অর্থাৎ সে মূলধন বিনিয়োগ করত। উৎপাদনের জন্য যা যা প্রয়োজন, সব কিছুরই মালিকানা ছিল তার হাতে। উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করার দায়িত্বও তার। অর্থাৎ একজন ব্যবসাদার পরিণত হত পুঁজিপতি শিল্পপতিতে। কিন্তু সে নিজে প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকত না। তাঁর কাজ ছিল উৎপাদনব্যবস্থা পরিচালনা করা এবং এর জন্য ম্যানেজার নিয়োগ করা হত। কারিগর বা শিল্পী তার অধীনে কাজ করত এবং তার বিনিময়ে সে পেত পারিশ্রমিক বা মজুরি। অর্থাৎ সে তার শ্রম বিক্রয় করত। উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর উপর তাঁর কোনো অধিকার ছিল না। অর্থনৈতিক দিক থেকে সে ছিল তাঁর মালিকের অধীন। আগে যে কাজ একজন মানুষ একা করত, এখন তা এইভাবে দুটি পক্ষের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। বিষয়টিকে সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন রাইস ও গ্রাফটন। তাঁদের ভাষায়—"Capitalism is the form of industrial organization in which this split between the owners of capital and the owners of labours dominates the productive process."[৭]

শিল্পের ইতিহাসে ষোড়শ শতককে একটি যুগসন্ধিকাল হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই শতকে আমরা উৎপাদনব্যবস্থার বিভিন্ন স্তর লক্ষ করি। মধ্যযুগের কারিগরি উৎপাদনব্যবস্থা এই শতকে পুরোপুরি বাতিল হয়ে যায়নি। আবার পাশাপাশি শিল্পে পুঁজির বিকাশও ঘটেছিল। বস্তুত, উৎপাদনব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আমরা দুটি প্রধান স্তরকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারি। প্রথমত, মধ্যযুগের মতো এ শতকেও একজন স্বাধীন শিল্পী বা কারিগর স্থানীয় অঞ্চলে বা ছোটো কোনো শহরে তার তৈরি জিনিস বিক্রয় করত। উদাহরণস্বরূপ মুচি, দরজি, দস্তানা ও টুপি প্রস্তুতকারক, ছুতোর, টব ও পিপে প্রস্তুতকারক, ছুরি নির্মাতা ইত্যাদিদের কথা বলা যেতে পারে। এ কথা সত্য যে, ত্রয়োদশ শতকে কারুশিল্প যতটা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, ষোড়শ শতকে হয়তো তা ছিল না। তবু এই শতকেও, সম্ভবত, এই পদ্ধতিই ছিল সবচেয়ে বহুলপ্রচলিত ব্যবস্থা। শিল্পী ও করিগররা নিজেরাই বিভিন্ন জিনিস তৈরি করত। প্রয়োজনে তাদের দু-একজন সহকারী থাকত। গিল্ডের তত্ত্বাবধানে তারা কাজ করত। যে যার নিজের বাড়িতেই কাজকর্ম করত। পরিবারের লোকজন তাদের সাহায্য করত। তাদের আয় খুব বেশি ছিল না। স্বভাবতই তারা অন্য কারও অধীনে কাজ করত না বা শ্রম বিক্রয় করত না। এদের মধ্যে কেউ কেউ পরে একজন ছোটোখাটো পুঁজিপতি উৎপাদকে রূপান্তরিত হয়ে যেত।

১৪৬০ থেকে ১৫৬০-এর মধ্যে একটা পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করে। এই সময়ে পুরানো কারুশিল্প উৎপাদনপদ্ধতি থেকে পুঁজিবাদি উৎপাদনপদ্ধতিতে উত্তরণ ঘটতে থাকে। তবে ১৫০০ সালে পূর্ণরূপে বিকশিত পুঁজিবাদি উৎপাদনব্যবস্থার উদাহরণ খুব বেশি পাওয়া যায় না। তাই এই উৎপাদনব্যবস্থাকে নিয়ম না বলে বোধহয় ব্যতিক্রম বলাই সংগত। যাই হোক, এই বিরল উদাহরণের

Scanned with CamScanner

অন্তত কিছুটা কাছাকাছি যায়, এমন একটি প্রতিষ্ঠান হল ভেনিসের অস্ত্রনির্মাণ সংস্থা (The Venetian Arsenal)। এই সংস্থার কাজ ছিল ভেনিসের নৌবাহিনীর জন্য যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ ও মেরামতি। ১৫৪০ সালে জল ও স্থল মিলিয়ে এই প্রতিষ্ঠান যাট একর জমির উপর গড়ে উঠেছিল এবং এখানে এক হাজারের বেশি মানুষ কাজ করত। এর জন্য প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছিল। ১৫৬০ সালের আগে সম্ভবত এটিই ছিল ইউরোপের সবচেয়ে বড়ো শিল্পোদ্যোগ। এখানে কর্মী-সর্দারদের নেতৃত্ব বিভিন্ন শ্রমিক বিভিন্ন ধরনের কাজ করত। কেউ পাল তৈরি করত, কেউবা মাস্তুল, কপিকল ইত্যাদি। তা ছাড়া ছুতোররা তো ছিলই। কর্মীরা যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন পেত। কিন্তু কোনো ব্যক্তিবিশেষ এই সংস্থার মালিক ছিল না। এই সংস্থার মালিক ও পরিচালক ছিল ভেনিস রাষ্ট্র। সরকারই বেতন ও কাজের সময় স্থির করে দিত। সাধারণত কর্মী ও কারিগররা এই সংস্থায় কাজ করতে চাইত না এবং তারা তা এড়াতেই চেষ্টা করত। তাদের দিয়ে একরকম জোর করে কাজ করানো হত। আসলে সরকার ছাড়া এত বড়ো সংস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করা আর কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না। একমাত্র সরকারই পারত বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করতে বা কর্মী ও কারিগরদের বাধ্যতামূলকভাবে এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত করতে। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, এই সময় বড়ো শিল্পোদ্যোগে ব্যক্তিগত পুঁজির বদলে সরকারি পুঁজিই ছিল একমাত্র ভরসা। বেসরকারি পুঁজির আগেই উদ্ভব হয়েছিল সরকারি পুঁজির। রাইস ও গ্রাফটনের ভাষায়—"In large-scale industry state capitalism preceeded private capitalism....."[৮]।

একদিকে সাবেকি কারুশিল্প উৎপাদনব্যবস্থা ও অন্যদিকে ভেনিস অস্ত্রাগার কারখানার মতো বড়ো আকারের সরকারি উদ্যোগে সংগঠিত পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার মধ্যে অনেকগুলি স্তর ছিল। এর মধ্যে তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম দুটির উদ্ভব ঘটেছিল মধ্যযুগের শেষ দিকে এবং ষোড়শ শতকেও সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে কয়েকটি ছোটো

Scanned with CamScanner

শিল্প-সংগঠনের কথা। এক্ষেত্রে কয়েকজন দক্ষ ও উদ্যমী কারিগর গিল্ড ব্যবস্থার অবক্ষয়ের সুযোগ গ্রহণ করে নিজেরাই ছোটোখাটো শিল্প পুঁজিপতিতে উন্নীত হয়েছিল। দ্বিতীয় স্তরে ছিল বৃহৎ আকারের শিল্প প্রচেষ্টা। বস্ত্রবয়ন শিল্প ছিল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বণিক বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ছিল এর নিয়ন্ত্রক। সে পুঁজি বিনিয়োগ করত এবং কাঁচামাল ও রসদ কিনে তা কারিগরকে দিয়ে দ্রব্য উৎপাদন করিয়ে নিত। এর বিনিময়ে কারিগর বা শিল্পী পেত পারিশ্রমিক। এইভাবে সে একজন দক্ষ কারিগরকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে তাকে একজন বেতনভুক কর্মীতে পরিণত করত এবং তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করত। এই দুই ধরনের উৎপাদনব্যবস্থাই শহরের মধ্যে প্রচলিত ছিল। দুটি উৎপাদনব্যবস্থাই গড়ে উঠেছিল সাবেকি কারু শিল্প উৎপাদনব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার সংমিশ্রণে। তবে প্রথমটির প্রাধান্য বা লক্ষণ ছিল অধিকতর স্পষ্ট। কিন্তু ষোড়শ শতকে তৃতীয় একটি উৎপাদনপদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিল যার মধ্যেও কারুশিল্প উৎপাদনপদ্ধতি ও পুঁজিবাদী উৎপাদনপদ্ধতির সহাবস্থান ঘটেছিল। কিন্তু তৃতীয় এই উৎপাদনপদ্ধতিতে দুটি পার্থক্য আমাদের চোখে পড়ে। প্রথমত, এই উৎপাদনপদ্ধতি গড়ে উঠেছিল শহর থেকে দূরে গ্রামে। কাজেই শহরের পৌর নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধ এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হত না। দ্বিতীয়ত, এই উৎপাদনব্যবস্থায় কারু শিল্প উৎপাদনপদ্ধতির চেয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদনপদ্ধতি ছিল অনেক বেশি স্পষ্ট।

শহরে বৃহৎ শিল্পে কীভাবে পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হত, এবার আসা যাক সেই আলোচনায়। এই উৎপাদনপদ্ধতি অবশ্য সূচিত হয়েছিল মধ্যযুগের শেষ দিকে। তবে ষোড়শ শতকে এই প্রবণতা অব্যাহত ছিল। এই উৎপাদনপদ্ধতির সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ হল রেশম শিল্প। ফ্ল্যান্ডার্স এবং উত্তর ও মধ্য ইটালির বয়ন শিল্পে এই উৎপাদনপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। দশম শতকে আরবদের কাছ থেকে ইউরোপের মানুষ প্রথম রেশম শিল্পের সঙ্গে পরিচিত হয়। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে ইটালির লুক্কা (Lucca) শহর ছিল ইউরোপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রেশম শিল্পকেন্দ্র। ১৪৫০ সালের মধ্যে ফ্লোরেন্স, মিলান, ভেনিস, বোলোনা, জেনোয়া ও নেপ্‌ল্‌স-এও এই শিল্পের প্রসার ঘটেছিল। এরপর একশো বছরের মধ্যে জার্মানি, ফ্রান্স ও স্পেনেও এই শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। তীব্র প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও ষোড়শ শতকে ইটালিই ছিল রেশম শিল্পের সবচেয়ে বড়ো কেন্দ্র এবং এখানকার রেশমি বস্ত্র ছিল গুণমানে সবার উপরে। এখানে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান রেশম বস্ত্র তৈরি করা হত। চোখ ধাঁধানো এইসব জিনিস ছিল বিলাসসামগ্রী ও তা তৈরি করা হত বিক্রি করার জন্যই। সারা ইউরোপ জুড়ে ইটালির রেশমি কাপড়ের খুব কদর ছিল। কিন্তু প্রথম দিকে ইটালিতে এর কাঁচামাল পাওয়া যেত না। ত্রয়োদশ শতকে লুক্কা কাস্পিয়ান সাগর অঞ্চল থেকে, এমনকি পারস্য ও তুর্কিস্তান থেকে, তা আমদানি করত। তবে পরের দিকে ষোড়শ শতকে সিসিলি, ক্যালিব্রিয়া, টাসকানি, লোমবার্ডি এবং স্যাভয়ে গুটিপোকার চাষ হয় ও ইটালি অনেকটা স্বনির্ভর হতে সক্ষম হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ষোড়শ শতকে নেপ্‌ল্‌স ও বোলোনা রেশম আমদানি করত। রেশম ছাড়া অন্যান্য যেসব কাঁচামাল লাগত, যেমন সোনা ও রুপোর সুতো, রঞ্জক, ফটকিরি ইত্যাদিও ছিল অত্যন্ত দামি ও তার জন্য প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করতে হত। একজন বড়ো ব্যবসাদার ও ব্যাংক মালিকের পক্ষেই এই বিপুল পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা সম্ভব ছিল। তারাই কাঁচা রেশম ও অন্যান্য কাঁচামালের জোগান দিত। এরপর উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী তারা তাদের লন্ডন, প্যারিস, অগসবার্গ ও অ্যান্টওয়ার্পের এজেন্ট মারফত বিভিন্ন স্থানে বিক্রয় করত। উৎপাদনপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকত বিভিন্ন ধরনের কারিগর ও শিল্পী। এক একজন এক একটা কাজ করত এবং কারও সঙ্গেই কারও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকত

Scanned with CamScanner

না। কাঁচামাল বা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী, কোনো কিছুরই তারা মালিক ছিল না। অর্থাৎ যে ব্যবসাদার ও ব্যাংক মালিক টাকা বিনিয়োগ করত, সে-ই ছিল সব কিছুই মালিক; কিন্তু সে নিজে প্রত্যক্ষ উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। তার কাজ ছিল মূলধন বিনিয়োগ করা ও সব কিছু পরিচালনা করা। অন্যদিকে যারা সরাসরি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তারা শ্রম বিক্রয় ছাড়া আর কিছুই করত না। এইভাবে দক্ষ অদক্ষ সব কারিগর বেতনভুক মজুরে পরিণত হয়; আর ব্যবসায়ীরা হয় শিল্প পুঁজিপতি।

১৪৬০ থেকে ১৫৫০ সালের মধ্যে বয়ন শিল্পে কারিগররা পুঁজিপতিদের উপর আরও বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই সময়ে পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থায় এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। পুঁজিপতিরা শহর থেকে গ্রামের দিকে নজর দেয়। এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল দক্ষিণ নেদারল্যান্ডসে। এখানকার পুঁজিপতিরা ইংল্যান্ডের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মোকাবিলা করার জন্য স্পেন থেকে পশম আমদানি শুরু করে। ১৫৩৬ সালে এইভাবে স্পেন থেকে ত্রিশ হাজারের বেশি গাঁটরি পশম অ্যান্টওয়ার্পে আমদানি করা হয়। এর ফলে সস্তায় হালকা পশমি কাপড়, সার্জ, উরস্টেড ইত্যাদি তৈরি করা হয়। ইপ্রে (Ypres) ও আর্মেন্টিয়ার্স (Armentieres) শহরের লাগোয়া গ্রামগুলিতে এই শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। একইভাবে ফ্লোরেন্সের একচেটিয়া প্রাধান্যে ভাগ বসানোর জন্য টাসকানির ছোটো শহরগুলি এবং লোমবার্ডি ও ভেনিসের লাগোয়া গ্রামগুলিতে শিল্প উৎপাদন শুরু হয়। নেদারল্যান্ডস, ইংল্যান্ড ও জার্মানিতেও একই প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছিল। কৃষক ও রাখালদের পরিবারবর্গ এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিরা অবসর সময়ে এইভাবে শিল্পকর্মে নিযুক্ত হয়। ইংল্যান্ডে বস্ত্র উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছিল ইয়র্কশায়ার, পূর্ব অ্যাংগলিয়া, কটস্‌ওল্ডস ও অ্যাভন নদী সন্নিহিত এলাকা। এখানে পশম বস্ত্র প্রস্তুতকারককে বলা হত "ক্লোদিয়ার" (Clothier)। তার কর্মক্ষেত্র ছিল গ্রাম। স্বাভাবিক কারণেই তাই তাকে শহরের বিধিনিষেধ, আইনকানুন ইত্যাদি মানতে হত না। কোনো করও তাকে দিতে হত না। এক্ষেত্রে সে একাই নিজেই ইচ্ছামতো সব কিছুর সিদ্ধান্ত নিতে পারত। গিল্ডের কোনো নিয়ন্ত্রণ তার উপর থাকত না। উৎপাদনের উপাদানের উপর তার পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে ইচ্ছা করলে এক ছাদের তলায় সমস্ত কারিগরদের জড়ো করে প্রত্যেককে প্রত্যেকের কাজ বুঝিয়ে দিতে পারত। অর্থাৎ তাকে কেন্দ্র করেই সমস্ত উৎপাদনপ্রক্রিয়া পরিচালিত হত এবং গ্রামের কারিগর ও অন্যান্য যারা অবসর সময়ে শিল্পকর্মে নিযুক্ত হত, তার অধীনে পুরোপুরি বেতনভুক হয়ে পড়ে। তাদের কোনো স্বাধীন সত্তা ছিল না। এমনকি কোনো কোনো সময়ে একজন তাঁতি যখন তাঁত বুনত, পুঁজিপতি শিল্পপতি তাকে তার তাঁত পর্যন্ত ভাড়া দিত। এক কথায় বলা যায় গ্রামীণ পরিবেশে পুঁজি ও শ্রমের বিচ্ছেদ অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই এখানে কারু শিল্প উৎপাদনব্যবস্থার চেয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার লক্ষণ অনেক বেশি মাত্রায় সক্রিয় ছিল।

কীভাবে শিল্পী ও কারিগররা তাদের স্বাধীন সত্তা হারিয়ে বেতনভুক মজুরে পরিণত হল, সে সম্পর্কে দু-এক কথা বলা দরকার। পুঁজিপতিদের ভূমিকা অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু সেইসঙ্গে মধ্যযুগে শিল্প সংগঠনের মধ্যে যে পরিবর্তন হচ্ছিল, তারও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। মধ্যযুগে উৎপাদনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করত গিল্ড। গিল্ডে তিন ধরনের সদস্য থাকত। তারা হল কারখানার মালিক বা মাস্টার, বেতনভুক কর্মচারী বা জার্নিম্যান (Journeyman) এবং শিক্ষানবিশ। গিল্ডের পরিচালন ব্যবস্থা ছিল কঠোর নিয়মে বাঁধা। কেউ এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারত না। আবার গিল্ডের উপর ছিল Town Council বা নগর সভার নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু মধ্যযুগের শেষ দিকে গিল্ডের সংগঠন শিথিল হতে থাকে। মাস্টার বা সর্দার কারিগর তার কারখানায় একদিকে যেমন শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণ

Scanned with CamScanner

দিত, অন্যদিকে তেমনই জার্নিম্যান বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকর্মীদের নিযুক্ত করত। পরে এই জার্নিম্যানরাই মাস্টার বা সর্দার কারিগরে উন্নীত হত এবং একজন স্বাধীন দক্ষ কারিগর হিসাবে নিজের ব্যবসা শুরু করত। এইভাবে একজন শিক্ষানবিশ প্রথমে জার্নিম্যান ও পরে মাস্টার বা সর্দার কারিগরে পরিণত হত। এইভাবে ধাপে ধাপে মসৃণভাবে, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত পথে একজন সাধারণ শিক্ষানবিশ সর্বোচ্চ স্তরে ওঠার স্বপ্ন সব সময়েই দেখত। কিন্তু ১৩০০ সালের পর থেকে অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। সর্দার কারিগর নানাভাবে এই প্রক্রিয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে। তারা তাদের সন্তানদের নানাভাবে অধিকতর সুযোগসুবিধা দিতে থাকে এবং যাতে বংশ পরম্পরায় তারা নিজস্ব শিল্পকর্মে একটা একচেটিয়া প্রাধান্য স্থাপন করতে ও তা বজায় রাখতে পারে, সেদিকে সচেষ্ট হয়। ফলে জার্নিম্যানদের পক্ষে মাস্টার বা সর্দার কারিগর হওয়া দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ে। তারা সর্দার কারিগরদের বেতনভুক কর্মচারীতে পরিণত হতে থাকে এবং সর্দার কারিগর নিজে একজন ছোটোখাটো পুঁজিপতি শিল্পমালিকে রূপান্তরিত হয়। ষোড়শ শতকের গোড়ায় জার্নিম্যানরা এই অন্যায় বৈষম্য মেনে নিতে অনিচ্ছুক ছিল। তারা বর্ধিত বেতন, আরও ভালো খাদ্য, কাজের সময় কমানো ও ছুটির জন্য আন্দোলন শুরু করে। শুরু হয় ধর্মঘট ও হরতাল। জার্মানিতে তারা গড়ে তোলে শ্রমিক সংগঠন ব্রুডারশাফটেন (Bruderschaften : brotherhoods)। ১৫০০ সাল নাগাদ নুরেমবার্গের (Nuremberg) জার্নিম্যানরা বেতন হ্রাসের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করে শহর ছেড়ে চলে যায় এবং অন্য কেউ যাতে সেখানে কাজ করতে না পারে, সে ব্যবস্থাও করা হয়। ১৫০৩ সালে ওয়েসেলের জার্নিম্যানরা, যারা দরজির কাজ করত, বর্ধিত বেতন ও উচ্চমানের খাদ্যের জন্য আন্দোলন করে। তাদের দাবি ছিল—যারা বেশি পরিশ্রম করে, তাদের বেতনও বেশি দিতে হবে। মাইনৎসে (Mainz) অনুরূপ আন্দোলন শুরু হলে ধর্মঘটি শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। মাস্টার দরজিরা এই ধরনের আন্দোলন দমন করতে বদ্ধপরিকর ছিল। শেষপর্যন্ত অবশ্য এইসব আন্দোলন সফল হয়নি। সরকারি নির্দেশে সর্বপ্রকার সংগঠন নিষিদ্ধ হয় এবং নগরসভাও ধর্মঘট ও আন্দোলন আইনবিরোধী বলে ঘোষণা করে। এইভাবে সমস্ত আন্দোলন দমন করা হয়। জার্নিম্যানদের পক্ষে সর্দার কারিগর হওয়ার সম্ভাবনা মিলিয়ে যেতে থাকে এবং তারা বেতনভুক কারিগরে পরিণত হয়। তাদের স্বাধীন সত্তা বিনষ্ট হয়।

আগেই বলেছি শিল্পে পুঁজিবাদে উত্তরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল মধ্যযুগের শেষ পর্বে এবং ষোড়শ শতকে তার গতি ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু ষোড়শ শতকেই তা পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহণ করেনি। আসলে এই উত্তরণ পর্ব চলেছিল দ্বাদশ শতক থেকে শিল্পবিপ্লবের সময় পর্যন্ত ও তারও পরে। অর্থাৎ অষ্টাদশ ও উনিশ শতকেও এর জের চলেছিল। আজও কারু শিল্প পদ্ধতি পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়নি। তবে ষোড়শ শতকে উৎপাদনব্যবস্থার বৈচিত্র্য আমাদের চোখে পড়ে। যাই হোক, এই উত্তরণের গতি বিভিন্ন শিল্প ও বিভিন্ন অঞ্চলে একরকম ছিল না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গেও উত্তরণের গতি পরিবর্তিত হত। কিন্তু শিল্পে পুঁজির বিকাশ কারিগর ও শিল্পীদের পক্ষে শুভ হয়নি। পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে ব্যবধান যত বাড়তে থাকে, তাদের অবস্থা ততই খারাপ হতে থাকে। তাদের স্বাধীন সত্তার বিলোপ ঘটতে থাকে। তারা তাদের অস্তিত্বের জন্য অনেকটাই পুঁজিপতিদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আগে মাস্টার বা সর্দার ও দক্ষ করিগরদের সঙ্গে জার্নিম্যান ও শিক্ষানবিশদের যে আত্মিক ও হৃদ্য সম্পর্ক ছিল, তার অবসান ঘটতে থাকে। সহযোগিতার স্থান নেয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আগে কারিগর ও শিল্পীরা একাই সব কিছু করত বলে তাদের দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। এখন তারা সমগ্র উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি বিশেষ অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকায় শ্রম বিভাগ শুরু হয় এবং কোনো কারণে

Scanned with CamScanner

কর্মচ্যুত হলে তাদের পক্ষে একক প্রচেষ্টায় কোনো কিছু করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ার ফলে তাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে, কারণ মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদের মজুরি বাড়ত না। ফলে তাদের প্রকৃত আয় কমতে থাকে। ষোড়শ শতকের মূল্য বিপ্লব তাদের কাছে ছিল একটা বড়ো ধরনের আঘাত, যা কাটিয়ে ওঠা তাদের পক্ষে খুব কঠিন ছিল। অন্যদিকে এর ফলে পুঁজিপতিরা লাভবান ও উপকৃত হয়েছিল। তাদের লাভের অঙ্ক স্ফীত হয়েছিল এবং তারা বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়েছিল। অন্যদিকে পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে গিল্ডগুলিকেও পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। অনেক সময় তারা পুঁজিপতিদের সদস্যভুক্ত করতে বাধ্য হয় এবং নবনিযুক্ত সদস্যদের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা মেনে নেয়। গিল্ডগুলি রূপান্তরিত হয় "কর্পোরেশনে" (Corporation)। অথবা অনেক সময় গিল্ডে সদস্যরা নিজেরাই পুঁজিপতিদের অধীনে কাজ নিয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে যায়। পরিশেষে পুঁজিপতি উৎপাদক ও শ্রমিক উভয়েই আগে যেমন শহরের নগরপাল বা স্থানীয় প্রশাসনে মুখাপেক্ষী হয়ে থাকত, এখন তার পরিবর্তন ঘটে। এখন তারা তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য জাতীয় রাষ্ট্রের দিকে তাকিয়েছিল।

Scanned with CamScanner